ইত্তেফাক

তারিখ ১৮/২/৮১
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

048

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী ও মহাবিক্ষোভের প্রতি সমর্থন

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ (বাকশপ), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, গণতান্ত্রিক কর্মী শিবির এবং আদর্শ সমাজতান্ত্রিক পার্টি পৃথক পৃথক বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্ডিন্যান্স-৮১ বাতিল করিয়া প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী তাঁহাদের মহা বিক্ষোভের পূর্বে মানিয়া নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। বিবৃতিতে শিক্ষকদের দাবী ও মহা বিক্ষোভের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

ইহা ছাড়াও ডাকসু, রাকসু, চাকসু, জাকসু ও ইউকসু সহ ১৭টি ছাত্র সংগঠন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কর্তৃক আহূত মহা বিক্ষোভের কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছে বলিয়া সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দাবী করা হয়।

গণতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী

(৩য় পৃঃ পর)

আহ্বায়ক জনাব নূরুল হক মেহেদী এক বিবৃতিতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে তিনদিনব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘটকালে তাহাদের খাবার, পানীয় এবং চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সর্বদলীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সকল বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানান।

আদর্শ সমাজতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি ডাঃ আবু তাহের এক বিবৃতিতে বলেন, ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী মানিয়া না নেওয়া হইলে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকিবেন।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি প্রাথমিক শিক্ষকদের মহা-বিক্ষোভ কর্মসূচীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করিয়াছে।

জামাতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান এক বিবৃতিতে বলেন, নূতন অর্ডিন্যান্সে প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারী ঘোষণা করিয়া রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাকে তিনি একগুঁয়েমি বলিয়া উল্লেখ করেন এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই সরকারকে অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করিয়া ন্যায্য মীমাংসার আহ্বান জানান।

মহানগরী সংগ্রাম পরিষদের ছয়জন নেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা মহানগরীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের ৪ দিনব্যাপী মহা-বিক্ষোভের সময় সর্বতোভাবে শিক্ষকদের সহায়তা ও সমর্থন জানানোর জন্য শহরের জনসাধারণ ও রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।